

# পুনর্বাসন পুস্তিকা

যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি/পরিবারবর্গের  
প্রাপ্য সুবিধাদি এবং প্রাপ্যতার নিয়মাবলী

মুদ্রা ১৪০০ বাং  
জানুয়ারি ১৯৯৪ ইং

যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, পুনর্বাসন ইউনিট  
এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫



যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প একটি জনকল্যাণমুখী ও উন্নয়নমূলক প্রকল্প। যমুনা সেতুর নির্মাণ বাংলাদেশের অন্যান্য অংশের সহিত ইহার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বিরাজমান ব্যবধান ও দূরত্বের অবসান ঘটাইয়া এই অঞ্চলের সহিত দেশের রাজধানী, কেন্দ্রীয় বাজার এলাকা এবং পূর্ব ও পূর্বদক্ষিণাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ এলাকার ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক সংযোগ ও সমন্বয় ঘটাইবে। ইহা ছাড়া, আশা করা যায় যে, এই সেতু উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের এবং সেতুসংলগ্ন জেলাসমূহের জনগণের জন্য বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি করিবে। এই কারণে বাংলাদেশ সরকার এই প্রকল্পটির উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে এবং ইহার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সার্বিক প্রচেষ্টা চালাইতেছে। যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য আনুমানিক ৭০০০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হইতেছে। এই জমি টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতি থানা (এলেংগা, সন্না ও দুর্গাপুর ইউনিয়ন) ও ভূয়াপুর থানা (নিকরাইল, গোবিন্দাসী ও গাবসারা ইউনিয়ন) এবং সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ থানা (ঝাওয়াইল, ভদ্রঘাট ও নলকা ইউনিয়ন) ও সিরাজগঞ্জ থানায় (সায়েদাবাদ, কালিয়াহরিপুর ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড-৮ পৌরসভা) অবস্থিত।

প্রকল্পের জন্য যে সমস্ত ব্যক্তি/পরিবারবর্গ জমি, বাড়ী এবং অন্যান্য সম্পত্তি হারাইতেছেন, তাহাদেরকে জেলার ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণ আইনের বিধান মতে প্রদানকৃত ক্ষতিপূরণের পরেও অন্যান্য আরাে সুবিধাদি যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ প্রদান করিবে, যাহাতে তাহারা পূর্বের চাইতে আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন বা অন্ততপক্ষে পূর্বের আর্থসামাজিক অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে পারেন। এছাড়াও, উক্ত এলাকায় যে সমস্ত ব্যক্তি, কর্মচারী, ব্যবসায়ী, উখুলি ও সরকারী জমিতে অস্থায়ীভাবে বসবাসকারী এবং শ্রমিক/কর্মচারী (জমি বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে) হিসাবে বসবাস এবং/অথবা উপার্জন করিতেন, তাহাদেরকেও সেতু কর্তৃপক্ষ সাহায্য-সহায়তার ব্যবস্থা করিবেন। পূর্ব ও পশ্চিম বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ এলাকার যে সমস্ত ব্যক্তি/পরিবারবর্গ ইতিমধ্যে তাহাদের সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া অন্যত্র পুনর্বাসিত হইয়াছেন, তাহারাও এই পুস্তিকায় বর্ণিত প্রাপ্যতা অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসন সুবিধাদি পাইবেন।

বাংলাদেশ সরকার ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি/পরিবারবর্গের সূচু পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ইহাকে একটি উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে এবং ৫৯ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী সমন্বয়ে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পুনর্বাসন ইউনিট গঠন করিয়াছে। পুনর্বাসন কার্যক্রমকে সফল করার জন্য ডিসি অফিস, এনজিও, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক এবং অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের সাহায্য ও সহযোগিতা গ্রহণ করা হইতেছে।

পুনর্বাসন প্রকল্পের বাস্তবায়ন সূচু ও সফল করার লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকাসহ টাঙ্গাইল ও সিরাজগঞ্জ জেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন ও থানার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ, সমাজসেবী ব্যক্তিবর্গ, সমাজ উন্নয়নমূলক এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের সাহায্য ও সহযোগিতা যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ একান্তভাবে কামনা করিতেছে।

## ২। সংজ্ঞা

### (ক) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি :

ভূমি অধিগ্রহণ আইনের সেকশন ৩ নোটিশ জারীর সময় অথবা ব্রাক কর্তৃক আর্থ-সামাজিক জরীপ (যাহা পরে করা হইয়াছে)-এর সময় যে ব্যক্তি প্রকল্প এলাকায় বসবাস এবং/অথবা জীবিকা অর্জন করিতেন এবং যমুনা বহুমুখী সেতু নির্মাণের ফলে যাহারা সম্পত্তি, বাসস্থান বা জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন, তাহাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বলিয়া গণ্য করা হইবে।

১৭৭২  
(খ) পরিবার :

যে সমস্ত ব্যক্তি একই সংগে বসবাস ও আহার করেন বা এক পাকে খান। একটি পরিবারে এক বা একাধিক ব্যক্তি পূর্নবাসন সুবিধাদি পাইতে পারেন। তবে পারিবারিক ভৃত্য, নৈমিত্তিক কর্মচারী অথবা যাহারা সাধারণত পরিবারের সহিত বসবাস করেন না, তাহারা পরিবারের সদস্য গণ্য হইবেন না।

(গ) পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি :

যে ব্যক্তির জীবিকা অর্জনের প্রধান উৎস/উপায় অধিগ্রহণকৃত প্রকল্প এলাকার উপর নির্ভরশীল কিন্তু উক্ত এলাকায় তিনি কোন সম্পত্তির মালিক নহেন, তাহাকে পরোক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করা হইবে। যে ভিত্তিতে পরোক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হইবার যোগ্যতা নির্ধারন করা হইবে তাহা নিম্নরূপঃ

১। জেএমবিএ/ব্রাক কর্তৃক আর্থ-সামাজিক জরিপ-১৯৯২ এবং ২। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি, তাহার নিয়োগ কর্তা ও ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য কর্তৃক যৌথভাবে সহিকৃত একটি সনদপত্র (যাহাতে উক্ত ব্যক্তির পরোক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবার যোগ্যতা সমর্থিত এবং ক্ষতির বিবরণ বর্ণিত হইবে)।

(ঘ) বদলি জমি, বদলিজমি ক্রয়ের জন্য নগদ অনুদান ও ঋণ পাইবার যোগ্যতাঃ

জমির দলিলে যাহার বা যাহাদের নাম থাকিবে (আইন অনুযায়ী ডিসি অফিস হইতে ক্ষতিপূরণ গ্রহণকারীগণ), তিনি বা তাহার আইনসংগত উত্তরাধিকারীগণ উক্ত সুবিধাদির জন্য বিবেচিত হইবেন। যৌথ মালিকানা সম্বলিত দলিলের ক্ষেত্রে উক্ত সুবিধাদি সুবাইকে একক হিসাবে গণ্য করিয়া একসংগে প্রদান করা হইবে।

(ঙ) উধুলি ও সরকারী জমিতে অস্থায়ীভাবে বসবাসকারী, যাহারা আইনসংগতভাবে জমির মালিক নহেন কিন্তু অন্যের জমিতে বসবাস করেন :

১৯৯২ সালের আর্থ-সামাজিক জরিপ অনুযায়ী পরিবার প্রধান বাস্তুভিটা (অথবা নগদ অনুদান) পাইবার যোগ্য হইবেন। নগদ অনুদান শুধুমাত্র নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বদলি বাস্তুভিটা ক্রয়ের ক্ষেত্রে দেওয়া হইবে।

(চ) ভরণ-পোষণ অনুদান এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ :

বর্গাচাষ অথবা জীবিকা উপার্জনের প্রধান সুযোগ-সুবিধা হারাইয়া যাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন তাহাদিগকে ভরণপোষণ অনুদান ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হইবে। ১৯৯২ সালের আর্থ-সামাজিক জরিপ অনুযায়ী যাহারা মূল পেশা বা উপার্জনের মূল উৎস হারাইবেন, তাহারা উক্ত সুবিধাদির যোগ্য বিবেচিত হইবেন। একই পরিবারে প্রাপ্ত-বয়স্ক এক বা একাধিক ব্যক্তি সুবিধাদির যোগ্য বিবেচিত হইতে পারেন। গৃহভৃত্য, নৈমিত্তিক শ্রমিক/কর্মচারী, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সাথে সাধারণত বসবাস করেন না অথবা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের উপর নির্ভরশীল নন, এমন ব্যক্তিগণ উক্ত সুবিধাদির যোগ্য বিবেচিত হইবেন না। প্রকল্প এলাকা ত্যাগ করার সময় পূর্ব সেতু প্রাপ্ত এলাকার যে সমস্ত জমির মালিক (নিজে চাষ করেন) কৃষি জমি ক্রয় করিতে সক্ষম হইবেন না, তাহারা ভরণপোষণ অনুদানের যোগ্য বিবেচিত হইবেন।

পরিবার অথবা যোগ্য ব্যক্তি-এর সংজ্ঞা সন্ধে কোন অভিযোগ বা সন্দেহ থাকিলে তাহা "অভিযোগ নিরসন কমিটি" এবং/অথবা নিয়মমাফিক তদন্তের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হইবে।



**(ছ) সমপরিমাণ বদলি জমি :**

একজন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির যে পরিমাণ কৃষি/বাস্তু/বাণিজ্যিক জমি অধিগ্রহণ করা হইবে, তিনি সমপরিমাণ ও সমমানের জমি ক্রয় করিতে পারিবেন। খোলা বাজারে সমপরিমাণের জমি সনাক্ত করা না গেলে তিনি শতকরা ১০ ভাগ কম বা বেশী জমি ক্রয় করিতে পারিবেন। অধিগ্রহণকৃত জমির তুলনায় নিচু মানের বেশী পরিমাণ অথবা উচুমানের কম পরিমাণ জমিও তিনি ক্রয় করিতে পারিবেন, তবে জমির মূল্য প্রাপ্য বদলি মূল্যের অতিরিক্ত হইতে পারিবে না। সাধারণভাবে সিরাজগঞ্জ ও টাঙ্গাইল জেলার যে কোন গ্রামেই জমি ক্রয় করা যাইতে পারে।

**(জ) কৃষি/বাস্তু.ভূমির বদলি মূল্য : MAPV**

অধিগ্রহণকৃত বিভিন্ন প্রকার জমির বদলি মূল্য নির্ধারনের লক্ষ্যে জেএমবিএ নভেম্বর ৯৩ মাসে টাঙ্গাইল এবং সিরাজগঞ্জ জেলার সকল ইউনিয়নের জমির বর্তমান বাজার দর যাচাইয়ের জন্য একটি "ভূমি বাজার জরিপ" করিয়াছে। উক্ত বদলি মূল্যের ভিত্তিতে অনুচ্ছেদ ৪-এ উল্লেখিত সংশ্লিষ্ট সুবিধাদি ও অনুদান ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদেরকে প্রদান করা হইবে। একজন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ ও অনুদান দ্বারা অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণের তুলনায় উচুমানের কম পরিমাণ জমি অথবা নিচুমানের বেশী পরিমাণ জমি ক্রয় করিতে পারিবেন।

অধিগ্রহণকৃত এলাকার ভিত্তিতে জেলার জমির সর্বোচ্চ অনুমোদিত বদলি মূল্য নির্ধারন করা হইবে, যাহার ভিত্তিতে বদলি জমি ক্রয়ের সময় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির বদলি মূল্য প্রাপ্যতা স্থির করা হইবে।

**৩। ক্ষতিপূরণ**

ক্ষতিপূরণ বলিতে ১৯৮২/১৯৮৯ সালের ভূমি অধিগ্রহণ আইন এবং ১৯৮২ সালের আইনের ৪ঠা সেক্টর, ১৯৯৩ তারিখের সংশোধনী অনুযায়ী প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণ বুঝাইবে এবং ডিসি অফিস কর্তৃক সম্পত্তির নির্ধারিত বাজার মূল্য এবং বাজার মূল্যের আরো ৫০% অতিরিক্ত মূল্য অনুদান হিসাবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ প্রাপ্য হইবেন অর্থাৎ সম্পত্তির নির্ধারিত বাজার মূল্যের দেড়গুণ প্রাপ্য হইবেন। যাহারা ইতিমধ্যে ১৯৮২ সালের ভূমি অধিগ্রহণ আইনে ক্ষতিপূরণ পাইয়াছেন (সম্পত্তির নির্ধারিত বাজার মূল্য এবং বাজার মূল্যের আরো ২০% অতিরিক্ত মূল্য) তাহারা ১৯৯৩ সনের সংশোধনী অনুযায়ী নির্ধারিত বাজার মূল্যের আরো ৩০% অতিরিক্ত অনুদান (ডিসি অফিস হইতে অথবা জেএমবিএ কর্তৃক সরাসরি প্রদত্ত) প্রাপ্য হইবেন। যাহারা ১৯৮৯ সনের ভূমি অধিগ্রহণ আইনে ক্ষতিপূরণ (সম্পত্তির নির্ধারিত বাজার মূল্য এবং সেকশন ১২(১)(এ)তে উল্লেখিত সম্পত্তির বাজার মূল্যের আরো ২৫% অতিরিক্ত মূল্য) পাইয়াছেন, তাহাদের ক্ষতিপূরণ ১৯৮২ সনের আইনে হিসাবপূর্বক ১৯৯৩ সনের সংশোধনী অনুযায়ী নির্ধারিত বাজার মূল্যের আরো ২৫% অথবা যাহা প্রাপ্য হইবেন সেই অতিরিক্ত অনুদান (ডিসি অফিস হইতে অথবা জেএমবিএ কর্তৃক সরাসরি প্রদত্ত) প্রাপ্য হইবেন। সকল ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যাহাতে একই নিয়মে ও একই হারে ক্ষতিপূরণ পাইতে পারেন সেই লক্ষ্যে এই হিসাব করা হইবে।

অনুচ্ছেদ ৪-এ উল্লেখিত বিভিন্ন সুবিধাদি ও নগদ অনুদান উপরোক্ত ক্ষতিপূরণের অতিরিক্ত হিসাবে জেএমবিএ প্রদান করিবে।

**৪। প্রাপ্য সুবিধাদি**

নিম্নলিখিত সুবিধাদি, যাহারা ইতিমধ্যে প্রকল্প এলাকা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র পুনর্বাসিত হইয়াছেন, তাহাদের বেলায়ও প্রযোজ্য হইবে।

(ক) যাহারা কৃষি জমি হারাইয়াছেন :

- (১) যে সকল ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি কৃষি জমি হারাইয়াছেন, তাহাদের জন্য সমপরিমাণ ও সমমানের কৃষি জমি ক্রয়ের লক্ষ্যে আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা থাকিবে। ডিসি অফিস হইতে ভূমি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ বাবদ যে টাকা পাওয়া যাইবে তাহার সহিত সমপরিমাণ জমির বদলি মূল্যের যে পার্থক্য হইবে তাহা অতিরিক্ত নগদ অনুদান হিসাবে প্রদান করা হইবে। এই অনুদান শুধু বদলি জমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রদান করা হইবে। বদলি জমি ক্রয় না করিলে শুধু ভূমি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে।
- (২) যে সকল ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি/পরিবার টাঙ্গাইল ও সিরাজগঞ্জ জেলার বাহিরে অন্য কোন জেলায় জমি ক্রয়পূর্বক পুনর্বাসিত হইতে চাহেন, তাহারা তাহাদের (ইউনিয়নের) যে জমি অধিগ্রহণ করা হইতেছে সেই জমির বদলি মূল্য (ভূমি বাজার জরিপ-এ যাহা নির্ধারিত হইয়াছে) এবং প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণের মধ্যে যে পার্থক্য হইবে তাহা অতিরিক্ত অনুদান হিসাবে প্রাপ্য হইবেন। বদলি জমি ক্রয় না করিলে এই অনুদান দেওয়া হইবে না।
- (৩) ডিসি অফিস হইতে যাহারা ইতিমধ্যে কৃষি জমির ক্ষতিপূরণ পাইয়াছেন কিন্তু বিভিন্ন কারণে সম্পূর্ণ টাকা হাতে না থাকায় বদলি কৃষি জমি ক্রয়ের জন্য নিজ-নিজ অংশের টাকা (অর্থাৎ প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণের টাকা) প্রদান করিতে সক্ষম হইতেছেন না, তাহারা প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণের টাকার শতকরা ৫০ ভাগ জমি কেনার জন্য কৃষি ব্যাংকে জমা করিলে বাকি ৫০ ভাগ পর্যন্ত বাণিজ্যিক সুদের হারে ব্যাংক ঋণ গ্রহণের যোগ্য হইবেন। ঋণ সুবিধার অপব্যবহার রোধের জন্য বাণিজ্যিক সুদে ঋণ প্রদান করা হইবে। এই নিয়মে ক্রয়কৃত জমি কৃষি ব্যাংকের নিকট বন্ধক রাখিতে হইবে। যে সকল ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের অধিগ্রহণ-পরবর্তী অবশিষ্ট জমি জনপ্রতি ৩৩ শতাংশ অথবা অধিক থাকিবে তাহারা উক্ত ব্যাংক ঋণ সুবিধার যোগ্য বিবেচিত হইবেন না অর্থাৎ তাহারা বদলি কৃষি জমি ক্রয় করিতে চাহিলে প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণের সমুদয় অর্থ তাহার অংশ হিসাবে কৃষি ব্যাংকে জমা প্রদান করিতে হইবে।
- (৪) বদলি জমি ক্রয়ের জন্য সরকারকে প্রদেয় স্ট্যাম্প ডিউটির ব্যয় যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ বহন করিবে।
- (৫) প্রকল্প নির্মাণ সমাপ্তির পর (১৯৯৭) প্রকল্প এলাকার যে জমি উদ্বৃত্ত হইবে সেখানে কোন কোন অংশে চাষাবাদ করা সম্ভব হইবে। যাহারা অধিগ্রহণের পূর্বে কৃষি জমির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিলেন (যে সমস্ত পরিবারের অধিগ্রহণপূর্ব জনপ্রতি ৩৩ শতাংশ বা অধিক জমি ছিল কিন্তু অধিগ্রহণ-পরবর্তী জনপ্রতি ৩৩ শতাংশের কম জমি আছে) কিন্তু কৃষি জমি ক্রয় করিতে সক্ষম হন নাই, তাহাদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্পের উদ্বৃত্ত জমি নবায়নযোগ্য ইজারায় বরাদ্দ দেওয়ার জন্য সংরক্ষণ করা হইবে।

(খ) যাহারা বাস্তুভিটা হারাইবেন :

যাহারা প্রকল্প এলাকায় বাস্তুভিটা হারাইবেন তাহারা সমপরিমাণ বদলি বাস্তুভূমি পাওয়ার যোগ্য হইবেন। বদলি বাস্তুভিটা ক্রয়ের ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি নিজে করিবেন, অথবা ক্রয় করিতে না পারিলে জেএমবিএ উন্নয়নকৃত পুনর্বাসন এলাকায় করিবে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাস্তুভূমি ক্রয় করিতে হইবে। অন্যথায় ক্ষতিপূরণ ব্যতীত অন্য কোন আর্থিক সুবিধা প্রাপ্য হইবেন না।

১৩

- (১) যে সমস্ত পরিবার ২.৫ শতাংশ বা ততোধিক বাস্তুভিটা হারাইবেন তাহারা নিম্নের যে কোন একটি সুবিধা গ্রহণ করিতে পারেনঃ
- সমপরিমাণ বসতভূমির বদলি মূল্য এবং প্রাপ্য ক্ষতিপূরণের মধ্যে যাহা পার্থক্য হইবে, সেই অতিরিক্ত নগদ অনুদান (যাহা বদলি জমি ক্রয় ব্যতীত প্রদেয় নহে); অথবা
  - তাহারা যদি পূর্বনির্ধারিত সময়ের মধ্যে বসতভূমি ক্রয় করিতে না পারেন তবে জেএমবিএ-এর পুনর্বাসন এলাকায় সমপরিমাণ বসতভিটা (সর্বোচ্চ ৭.৫ শতাংশ পর্যন্ত)। পুনর্বাসন এলাকার প্রতি শতাংশ বাস্তুভিটার মূল্য বদলি বাস্তুভিটার প্রতি শতাংশের মূল্যের সমান নির্ধারিত হইবে।
- (২) যে সমস্ত পরিবারের ২.৫ শতাংশের কম বাস্তুভিটা আছে এবং সম্পূর্ণ বাস্তুভিটা হারাইবেন তাহারা খোলাবাজারে জমি ক্রয়ের মাধ্যমে ২.৫ শতাংশ বাস্তুভিটা প্রাপ্য হইবেন। বাস্তুভূমির জন্য প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ এবং ২.৫ শতাংশ বাস্তুভূমির বদলি মূল্যের মধ্যে যাহা পার্থক্য হইবে তাহা অনুদান হিসাবে প্রদান করা হইবে। যদি ব্যক্তিগতভাবে জমি ক্রয়ে অসমর্থ হন তবে উন্নয়নকৃত পুনর্বাসন এলাকায় ২.৫ শতাংশের পুট প্রাপ্য হইবেন।

যাহারা নির্ধারিত সময়ে বাস্তুভূমি ক্রয়ে অসমর্থ হইবেন কিন্তু পুনর্বাসন এলাকায় বসবাস করিতে চাহেন না, তাহাদের জন্য বাস্তুভূমি ক্রয় করার সময় পর্যন্ত পুনর্বাসন এলাকায় সাময়িক বসবাসের ব্যবস্থা করা হইবে।

বাস্তুভূমি ক্রয়ের জন্য সরকারকে প্রদেয় স্ট্যাম্প ডিউটির ব্যয় জেএমবিএ বহন করিবে।

বাস্তুভূমির জন্য প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণের টাকা অন্যত্র ব্যয় করার ফলে যদি একজন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বাস্তুভূমি ক্রয়ে তাহার অংশের টাকা প্রদান করিতে অসমর্থ হন, তবে প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণের ২৫% ব্যাংকে জমা দিলে বাকি সর্বোচ্চ ৭.৫% টাকা ব্যাংক ঋণ (বাণিজ্যিক সুদ হারে) গ্রহণ করিতে পারিবেন। এই নিয়মে ক্রয়কৃত জমি কৃষি ব্যাংকের নিকট বন্ধক রাখিতে হইবে।

(গ) যাহারা আবাসিক গৃহ অথবা/এবং বাণিজ্যিক কাঠামো হারাইবেনঃ

আবাসিক গৃহঃ

যাহারা আবাসিক গৃহ হারাইবেন তাহারা ডিসি অফিস কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের অতিরিক্ত, গৃহ স্থানান্তর ও গৃহ নির্মাণ বাবদ নগদ অনুদান প্রাপ্য হইবেন। পুনর্বাসনের আগে গৃহ হস্তান্তর বাবদ পরিবারের সদস্য প্রতি টাকা ৩০০/- হারে প্রাপ্য হইবেন, তবে উক্ত অনুদান সর্ব নিম্ন টাকা ১০০০/- এবং সর্বোচ্চ টাকা ৩০০০/- পর্যন্ত হইবে। বদলি বাস্তুভিটা নির্ধারণ পূর্বক প্রকল্প এলাকা ত্যাগ করার পর গৃহ নির্মাণ বাবদ পরিবারের বাসগৃহের আয়তন অনুযায়ী প্রতি বর্গফুট টাকা ১০/- হারে প্রাপ্য হইবেন, তবে উক্ত অনুদান সর্বনিম্ন টাকা ২৫০০/- এবং সর্বোচ্চ টাকা ৭৫০০/- পর্যন্ত হইবে। এছাড়া তাহারা পুরাতন গৃহের উদ্ধারযোগ্য সমস্ত মালামাল বিনামূল্যে লইয়া যাইতে পারিবেন।

আবাসিক গৃহ নির্মাণের জন্য গৃহ নির্মাণ ঋণের সুবিধা রাখা হইয়াছে। যাহারা ঋণ গ্রহণে অগ্রহী হইবেন, তাহাদিগকে গ্রামীণ ব্যাংক অথবা জেএমবিএ কর্তৃক নির্ধারিত এনজিও-এর সদস্য হইতে হইবে এবং তাহাদের নিয়মানুযায়ী ঋণ দেওয়া যাইতে পারে।



বাণিজ্যিক কাঠামো (দোকানঘর, কলকারখানা প্রভৃতি):

যাহারা বাণিজ্যিক কাঠামো হারাইবেন তাহারা প্রাপ্ত আইনসংগত ক্ষতিপূরণের অতিরিক্ত উক্ত কাঠামো খোলা এবং সরাইয়া লওয়া বাবদ ক্ষতিপূরণের ১৫% এবং পুনর্বাসিত স্থানে নির্মাণ বাবদ প্রতি বর্গফুটের জন্য টাকা ২৫% অনুদান প্রাপ্য হইবেন। পুনর্বাসনের আগে কাঠামো খোলা ও সরাইয়া লওয়ার টাকা এবং বদলি বাণিজ্যিক এলাকায় কাঠামো নির্মাণের পর কাঠামো নির্মাণে অনুদান প্রদান করা হইবে।

(ঘ) যাহারা ভাড়া/বিনাভাড়া প্রকল্প এলাকায় ব্যবসা করিতেন (ব্যবসায়ী/কারিগর):

যাহারা বাণিজ্যিক স্থানের মালিক নহেন এবং প্রকল্প এলাকায় ভাড়া বা বিনা ভাড়া ব্যবসা করিতেন (১৯৯২ সনের আর্থ-সামাজিক জরিপ পর্যন্ত) ব্যবসা স্থান হইতে সরিয়া যাইবার কারণে তাহারা অনুদান হিসাবে টাকা ২০০০/- প্রাপ্য হইবেন। এই ক্যাটাগরীর উপযুক্ত ব্যক্তিদেরকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণকালীন ভরণপোষণ ভাতা এবং প্রশিক্ষণ পরবর্তী স্বনিয়োগ প্রকল্প শুরু করার জন্য ব্যাংক ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা থাকিবে।

(ঙ) অধিগ্রহণের ফলে যাহারা প্রকল্প এলাকার কৃষি জমিতে বর্গাচামের সুযোগ হারাইবেন এবং শ্রমিক/কর্মচারী হিসাবে জীবিকা অর্জনের মূল সুযোগ হারাইবেন (১৯৯২ সনের আর্থ-সামাজিক জরিপ পর্যন্ত)।

উপরোক্ত কারণে পরোক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার/ব্যক্তির ভরণপোষণ অনুদান হিসাবে এককালীন টাকা ৩৬০০/- প্রাপ্য হইবেন এবং তাহাদেরকে উপযুক্ততার ভিত্তিতে সরকারী খরচে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণকালীন ভরণপোষণ ভাতা প্রদান করা হইবে। প্রশিক্ষণের পরে চাকুরী খোঁজার ব্যাপারে তাহাদেরকে সহায়তা করা হইবে অথবা উৎপাদন/সেবামূলক কর্মকাণ্ড/ব্যবসা শুরু করিবার জন্য ব্যাংক ঋণ প্রদান করা হইবে।

পরোক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত বিষয়ে অগ্রাধিকার পাইবেন:

- ১৯৯৭ সালের পরে প্রকল্প এলাকার উদ্বৃত্ত জমির ইজারা প্রদান
- যমুনা সেতু প্রকল্পের নির্মাণ কাজে পরোক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের চাকুরীতে নিয়োগ দানের জন্য যমুনা সেতু প্রকল্পের ঠিকাদারগণকে জেএমবিএ অনুরোধ করিবে।

(চ) যাহারা অর্ধকরী গাছপালা (বহুবর্ষজীবী) হারাইবেন:

ডিসি অফিস কর্তৃক প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণের অতিরিক্ত সুবিধা হিসাবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি তাহার জমির গাছপালা কাটিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন, যদি তিনি চাহেন। বাস্তুভূমিতে রোপন করার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে বিনামূল্যে চারা সরবরাহ করা হইবে।

(ছ) যাহারা বাণিজ্যিক প্লট হারাইবেন:

ডিসি অফিস কর্তৃক প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণ এবং সমপরিমাণ ও সমমানের বাণিজ্যিক প্লটের বদলি মূল্যের মধ্যে যাহা পার্থক্য হইবে তাহা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে অনুদান প্রদান করা হইবে, অথবা প্রকল্পের উন্নয়নকৃত বাণিজ্যিক স্থানে সমপরিমাণের একটি প্লট অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রদান করা হইবে। এক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ইচ্ছা প্রাধান্য পাইবে। বাণিজ্যিক প্লট ক্রয়ের জন্য সরকারকে প্রদত্ত স্ট্যাম্প ডিউটির ব্যয় জেএমবিএ বহন করিবে।

বদলি বাণিজ্যিক প্রুট ক্রয়ের জন্য অধিগ্রহণের নির্ধারিত মূল্যের সর্বোচ্চ ৫০% পর্যন্ত একজন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ব্যাংক ঋণগ্রহণের সুবিধা দেওয়া হইবে।

(জ) উধুলি ও সরকারী জমিতে অস্থায়ীভাবে বসবাসকারী যাহারা আইন সংগতভাবে জমির মালিক নহেন এবং অন্যের জমিতে বসবাস করেন :

উক্ত শ্রেণীর ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ২.৫ শতাংশ বাস্তুভিটা ক্রয়ের জন্য বাজার মূল্য অনুযায়ী নগদ অনুদান প্রদান করা হইবে অথবা তিনি যদি চাহেন তবে পুনর্বাসন এলাকায় ২.৫ শতাংশের একটি প্রুট গ্রহণ করিতে পারিবেন। নগদ অনুদান শুধুমাত্র জমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রদান করা হইবে। পুনর্বাসন এলাকার প্রুট তিনি ১০ বছর পর্যন্ত হস্তান্তর/বিক্রয় করিতে পারিবেননা।

৫। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি/পরিবারবর্গ যে গ্রামে/ইউনিয়নে পুনর্বাসিত হইবেন, সেই এলাকার অধিবাসীদের জন্য সুবিধাদি

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি/পরিবারবর্গ যে সমস্ত গ্রাম/মৌজা/ইউনিয়নে জমি ক্রয়পূর্বক বসবাস করিবেন, সেই এলাকার জনসাধারণের সার্বিক উন্নয়নের জন্য পুনর্বাসন প্রকল্পের ব্যয়ে এলাকায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য জনসেবামূলক ব্যবস্থা সমূহের উন্নতি সাধন করা হইবে। যে এলাকা যতবেশী ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার পুনর্বাসন করিবে, সেই এলাকার জনগণের জন্য ততবেশী জনসেবামূলক ব্যবস্থা সমূহের উন্নয়ন করা হইবে। এই ক্ষেত্রে কোন এলাকায় কি-কি ধরনের উন্নয়ন প্রয়োজন তাহা উক্ত এলাকার শিক্ষিত ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ নিজেরা আলোচনাপূর্বক নির্ধারণ করিবেন। এই সব উন্নয়ন মূলক কাজে কোন ব্যক্তি/সংস্থাকে কোন অর্থ সরাসরি প্রদান করা হইবে না, বরং উন্নয়নমূলক কাজের ব্যবস্থা করা হইবে, যাহা জেএমবিএ কর্তৃক সম্পাদিত হইবে।

৬। বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ

কোন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ জীবিকা অর্জনে অথবা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আনয়নে সহায়ক হইবে, তাহা সনাক্ত করিবার জন্য পরোক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে উৎসাহ ও পরামর্শ দেওয়া হইবে। পরোক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি তাহার সুবিধামত সময়ে এবং পছন্দমত বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিতে পারিবেন। তিনি যে বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণে আগ্রহী তাহা জানাইয়া পুনর্বাসন ইউনিটের নিকট আবেদন করিবেন। তিনি যে সংস্থায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিতে চাহেন তাহাও সুপারিশ করিতে পারিবেন। ক্ষতিগ্রস্ত পুরুষ ও নারী যোগ্যতার ভিত্তিতে সমভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন। প্রকল্প এলাকা এবং ইহার আশেপাশের এলাকা অথবা যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি পুনর্বাসিত হইবেন, সেখানে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠিত এনজিও/সরকারী প্রতিষ্ঠান প্রশিক্ষণের কাজে নিয়োজিত আছে, তাহাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য আহ্বান করা হইবে।

প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য যোগ্য প্রত্যেক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির প্রশিক্ষণ বাবদ ব্যয়, প্রশিক্ষণ গ্রহণকালীন সময়ে ভরণপোষণ ব্যয় এবং আনুসঙ্গিক প্রশাসনিক ব্যয় সম্বলিত ব্যক্তিপ্রতি মোট প্রাপ্যতা নির্ধারণপূর্বক তাহার প্রাপ্যতা নথিতে উল্লেখ করা হইবে।

৭। প্রাপ্য সুবিধাদি প্রাপ্তির নিয়মাবলী ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য

(ক) পরিচয়পত্র ও পরিবার নথি :

প্রত্যেক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার প্রধানকে একটি "পরিচয়পত্র ও পরিবার নথি" এবং পরিবারের (পুস্তিকা অনুযায়ী সুবিধা লাভের অধিকারী) প্রত্যেক যোগ্য ব্যক্তিকে একটি আলাদা পরিচয়পত্র প্রদান করা হইবে। উক্ত পরিচয়পত্রে



- (৩) অধিগ্রহণকৃত জমির সমপরিমাণ জমি খোলা বাজারে বিক্রয়ের জন্য সনাক্ত করা নাও যাইতে পারে। সেক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি প্রাপ্যতার চেয়ে ১০% বেশী বা কম পরিমাণ জমি ক্রয় করিতে পারিবেন। উক্ত বাড়তি জমির জন্য প্রচলিত হারের সুদে ব্যাংক ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবেন।
- (৪) ভূমি বাজার জরিপের মাধ্যমে নির্ধারিত বদলি মূল্য যদি পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়নের সময় অ্যৌক্তিক দেখা যায় তবে জেএমবিএ বদলি মূল্য সংশোধন করিতে পারে।
- (৫) যে সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি অধিগ্রহণের পূর্বে কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিলেন এবং কোন কারণে খোলা বাজার হইতে জমি ক্রয়ে অসমর্থ হইয়াছেন, জেএমবিএ তাহাদেরকে প্রকল্প পরিসমাপ্তির পর প্রকল্পের উদ্বৃত্ত জমি হইতে পরিবার প্রতি সর্বোচ্চ দুই একর জমি নবায়নযোগ্য লীজ দেওয়ার ব্যবস্থা নিতে পারেন।
- (৬) যমুনা নদীর পূর্ব প্রান্তের অধিগ্রহণকৃত পুনর্বাসন এলাকায় আনুমানিক ৬০ বিঘা জমি উন্নয়ন করা হইবে। যে সকল বাস্তুভিটা হারানো ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি অন্যত্র বাস্তুভূমি ক্রয়ে অসমর্থ হইবেন (উন্নয়নকৃত পুনর্বাসন এলাকায় যাহারা বসবাস করিতেছেন তাহাদিগকে সরানো হইবে না) তাহাদের জন্য পুনর্বাসন এলাকায় প্লটের ব্যবস্থা করা হইবে। ২.৫ শতাংশ থেকে সর্বোচ্চ ৭.৫ শতাংশ মাপের প্লট করা হইবে। পুনর্বাসন এলাকায় মৌলিক সুবিধাদি (খাবার পানি, রাস্তা, পয়ঃনিষ্কাশন, প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধাদি) প্রদান করা হইবে। যাহারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তুভূমি ক্রয়ে অসমর্থ হইবেন, কিন্তু পুনর্বাসন এলাকায় বসবাস করিতে চাহেন না তাহাদের জন্য সাময়িকভাবে পুনর্বাসন এলাকায় ঘর করার অনুমতি দেওয়া হইবে। পূর্বতীর গাইড বাঁধ এলাকার ব্যক্তিদের জন্য এই ব্যবস্থা বিশেষভাবে কার্যকর হইবে।

৮। পূর্ব ও পশ্চিম বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ এলাকার (ইতিমধ্যে স্ব-পুনর্বাসিত) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি/পরিবারবর্গের জন্য সুবিধাদি

অনুচ্ছেদ ৪-এ উল্লিখিত "প্রাপ্য সুবিধাদি" সবই উক্ত প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও পরিবারবর্গের জন্য প্রযোজ্য হইবে। নিম্নলিখিত উপায়ে সুবিধা প্রদান করা হইবে:

- (ক) যাহারা ইতিমধ্যে সমপরিমাণ কৃষি ও বাস্তুভূমি ক্রয় করিয়াছেন, তাহারা ক্রয়কৃত জমির বদলি মূল্য ও প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণের মধ্যে পার্থক্য নগদ অনুদান হিসাবে পাইবেন :

যাহারা সমপরিমাণের চেয়ে কম জমি ক্রয় করিয়াছেন তাহারা প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণের অবশিষ্ট অংশ এবং জেএমবিএ-এর নগদ অনুদান দ্বারা বাকি জমি ক্রয় করিতে পারিবেন। যদি পূর্বের কম পরিমাণ জমি ক্রয়ে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণের টাকা ব্যয়িত হইয়া থাকে তবে বাকি জমি ক্রয়ের জন্য অতিরিক্ত যাহা প্রয়োজন হইবে তাহাও বদলি মূল্যের ভিত্তিতে অনুদান/ঋণ হিসাবে প্রদান করা হইবে। পূর্বে ক্রয়কৃত জমির মূল্য বদলি মূল্যের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হইবে, দলিলে উল্লিখিত মূল্যের ভিত্তিতে নয়।

অধিগ্রহণকৃত জমির জন্য প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণ যদি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি অন্যত্র ব্যয় করিবার ফলে তাহার অংশের টাকা ব্যাংকে জমা করিতে অসমর্থ হন তবে প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণের সর্বোচ্চ ৫০% পর্যন্ত (বাস্তুভূমির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৭৫% পর্যন্ত) বাণিজ্যিক সুদে ব্যাংক ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবেন। তবে যাহাদের অধিগ্রহণ পরবর্তী জন প্রতি ৩৩ শতাংশ বা অধিক

ছমি থাকিবে তাহারা এই ঋণ গ্রহণের সুযোগ পাইবেন না। এই ধরনের ঋণ/অনুদান একমাত্র বদলি ছমি ক্রেতার ক্ষেত্রেই প্রদেয় হইবে, যাহা সরাসরি বিক্রেতাকে প্রদান করা হইবে।

SD (খ) ক্ষতিপূরণের অর্থ দিয়া ইতিমধ্যে ক্রয়কৃত জমির (কৃষি/বাণিজ্যিক/বাস্তুভূমি) জন্য যে ষ্ট্যাম্প ডিউটি ব্যহিত হইয়াছে, তাহা জেএমবিএ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে পরিশোধ করিবে এবং নতুন জমি (যদি প্রয়োজন হয়) ক্রেতার ক্ষেত্রে উক্ত অর্থ ব্যয় করা হইবে।

(গ) যে সমস্ত কৃষি জমির মালিক (নিজে চাষ করেন) প্রকল্প এলাকা ত্যাগের পূর্বে কোন কৃষি জমি ক্রয় করিতে পারেন নাই, তাহারা এককালীন ভরণপোষণ ভাতা হিসাবে দৈনিক টাকা ৪০/- হিসাবে সর্বোচ্চ তিন মাসের জন্য টাকা ৩৬০০/- প্রাপ্য হইবেন। যদি তিন মাসের মধ্যেই বদলি জমি ক্রয় সম্পন্ন করেন তবে ক্রেতার পর হইতে ঐ টাকা প্রাপ্য হইবেন না।

(ঘ) যে সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের ২.৫ শতাংশের কম বাস্তুভূমি ছিল, তাহারা ২.৫ শতাংশ পর্যন্ত বাস্তুভূমি ক্রয় করিতে পারিবেন এবং এজন্য প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণের অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় অর্থ অনুদান হিসাবে প্রদান করা হইবে। বদলি জমি ক্রেতার ক্ষেত্রেই শুধু এই অনুদান প্রদেয় হইবে।

(ঙ) আবাসিক গৃহের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ অনুচ্ছেদ ৪(গ)-এ উল্লেখিত সংশ্লিষ্ট সুবিধাদি প্রাপ্য হইবেন। তাহারা গৃহ নির্মাণ ঋণ চাহিলে - ঋণ ব্যাংক/এনজিও-এর মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবেন। সেক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে গ্রামীণ ব্যাংকের/এনজিও'র সদস্য হইতে হইবে।

(চ) বাণিজ্যিক প্রুটের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ অনুচ্ছেদ ৪-এর সংশ্লিষ্ট সুবিধাদি প্রাপ্য হইবেন।

(ছ) যাহারা বাণিজ্যিক কাঠামো হারাইয়াছেন এবং অন্যত্র নির্মাণ করিয়াছেন তাহারা কাঠামো সরাইয়া লওয়া বাবদ প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণের ১৫% এবং নির্মাণ অনুদান হিসাবে প্রতি বর্গফুট টাকা ২৫/- হারে অনুদান প্রাপ্য হইবেন।

(জ) যাহারা ভাড়া বা বিনা ভাড়া অন্যের জমিতে ব্যবসা করিতেন তাহারা এককালীন টাকা ২০০০/- এলাকা হইতে অন্যত্র সরিয়া যাইবার ব্যয় হিসাবে অনুদান প্রাপ্য হইবেন।

(ঝ) উখুলি, সরকারী জমিতে বসবাসকারী, বর্গাচাষী, জীবিকা উপার্জনকারী প্রভৃতি পরোক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ অনুচ্ছেদ ৪-এ উল্লেখিত সুবিধাদি প্রাপ্য হইবেন। ব্র্যাক সার্ভে রিপোর্ট এবং পূর্বে উল্লেখিত শপথ সনদ অনুযায়ী পরোক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির সুবিধাদি প্রাপ্যতার যোগ্যতা নির্ধারণ করা হইবে।

(ঞ) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির অভিযোগ/ক্ষোভ/সন্দেহ নিরসনের জন্য গ্রাম পুনর্বাসন কর্মীগণ এবং "অভিযোগ নিরসন কমিটি" ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করিবে।

৯। প্রকল্পের "পূর্বতীর গাইড বাঁধ এবং সেতু প্রাপ্ত সুবিধা" এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রকল্প এলাকা ত্যাগ করার সময়সূচী ও ব্যবস্থা

(ক) ৩১শে মার্চ, ৯৪ তারিখের মধ্যে অন্যত্র বাস্তুভূমি ক্রয়পূর্বক প্রকল্প এলাকা ত্যাগ করার সবরকমের প্রচেষ্টা গ্রহণ করিতে হইবে। বিশেষ করিয়া উক্ত এলাকার দক্ষিণাংশে বসবাসকারী ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদেরকে অর্থাৎ গরিলাবাড়ী-৩ (সীট নং-২), চিত্তামনি খাকছাড়া-১৩, ও গরিলাবাড়ী-৩ (সীট নং-১) মৌজা সমূহের



অধিগ্রহণকৃত জমির ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে অবশ্যই ৩১শে মার্চ '৯৪-এর মধ্যে অন্যত্র পুনর্বাসন পূর্বক প্রকল্প এলাকা ত্যাগ করিতে হইবে।

- (খ) এলাকার দক্ষিণাংশে বসবাসরত কমপক্ষে ৫০% ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যাহাতে ২৮শে ফেব্রুয়ারী '৯৪ এর মধ্যে অন্যত্র পুনর্বাসন পূর্বক প্রকল্প এলাকা ত্যাগ করিতে পারেন (বাস্তুভূমি ত্রয়পূর্বক) সেজন্য জেএমবিএ ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গকে সবারকমের প্রচেষ্টা গ্রহণ করিতে হইবে।
- (গ) গাইড বোর্ড এলাকার উত্তরাংশের অর্থাৎ নলছিয়া, বেলটিয়া পয়লান-১৪ (সীট নং-১ ও ২) শরিফাবাদ, খাসবিয়ারা, চরপাথাইলকান্দি, বাইনতাইন, বিনোদলুহরিয়া, বনভবাড়ী ও শ্যামসইল মৌজা সমূহের অধিগ্রহণকৃত এলাকার যে সকল ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ৩১শে মার্চ '৯৪-এর মধ্যে অন্যত্র বাসস্থান ত্রয় করিতে অসমর্থ হইবেন, তাহাদেরকে সম্ভব হইলে, ৩১শে জুলাই '৯৪ পর্যন্ত প্রকল্প এলাকা ত্যাগ করার অতিরিক্ত সময় দেওয়া যাইতে পারে।
- (ঘ) যাহার নির্ধারিত সময়ে বাস্তুভূমি ত্রয়ে অসমর্থ হইবেন কিন্তু পুনর্বাসন এলাকায় বসবাস করিতে চাহেন না, তাহাদের জন্য পুনর্বাসন এলাকায় বাস্তুভূমি ত্রয় করার এবং বাসগৃহ নির্মাণের সময় পর্যন্ত সাময়িকভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করা হইবে।
- (ঙ) পরিচয়পত্র প্রাপ্তি ও অভিযোগ/ক্ষোভ নিরসনের পর, একজন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি জমির বিক্রেতার সংগে দরাদরি এবং ব্যাংকে তাহার অংশের টাকা রাখার জন্য মোট ৩০ দিন সময় পাইবেন।
- (চ) নূতন বাস্তুভূমি ত্রয়ের পর বাসগৃহ নির্মাণ পূর্বক সেখানে উঠিয়া যাইবার জন্য ১৫ দিন সময় পাইবেন, অর্থাৎ নূতন বাস্তুভূমি ত্রয়ের ১৫ দিনের মধ্যে প্রকল্প এলাকা ত্যাগ করিবেন।
- (ছ) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত অভিযোগ/ক্ষোভ/সন্দেহ নিরসনের লক্ষ্যে নিকরাইল ইউনিয়নের জন্য একটি এবং দুর্গাপুর ইউনিয়নের জন্য একটি "অভিযোগ নিরসন কমিটি" গঠন করা হইবে।
- (জ) প্রকল্প এলাকা ত্যাগ করার পূর্বে যাহারা (নিজে চাষ করেন) কৃষি জমি ত্রয় করিতে অসমর্থ হইবেন তাহারা এককালীন ভরণপোষণ ভাতা টাকা ৩৬০০/- প্রাপ্য হইবেন। প্রকল্প এলাকা ত্যাগ করার তিন মাসের মধ্যে কৃষি জমি ত্রয় করিতে হইবে। তিন মাস পার হইয়া গেলে উক্ত ভরণপোষণ ভাতা আর পাইবেন না।
- (ঝ) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির তাহাদের অভিযোগ উত্থাপনের জন্য "গ্রাম পুনর্বাসন কর্মী"-এর মাধ্যমে "অভিযোগ নিরসন কমিটি"-এর নিকট আসিতে পারিবেন, জেএমবিএ-এর প্রতিনিধি হিসাবে গোবিন্দাসী ইউনিয়নে একজন উপ-পরিচালক (পুনর্বাসন) সহ বিভিন্ন পর্যায়ের মোট ১৯ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী সার্বক্ষণিকভাবে থাকিবেন, যাহাদের প্রাথমিক দায়িত্ব হইতেছে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন নিশ্চিত করা।

## ১০। পুনর্বাসন কার্যক্রম

পুনর্বাসন সংক্রান্ত প্রাপ্যতা, প্রাপ্যতার নিয়মাবলী ও পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়নে যদি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/বাংলাদেশ সরকার পরবর্তীতে কোন ভিন্নতর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তবে তাহা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি/পরিবারবর্গকে জানাইয়া দেওয়া হইবে এবং উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হইবে। □